

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-১: বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

প্রশ্ন ১ একটি দেশ দীর্ঘদিন যাবত বিদেশিদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। দেশটি যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তার লড়াই অব্যাহত রয়েছে। দেশটি কৃষিপ্রধান হলেও তা অনুন্নত, শিল্পে অনগ্রসর, বিপুল জনসংখ্যা, শিক্ষার হার কম, খাদ্য, ঘাটতি, অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে তার কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু সরকার আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় দেশটি দ্রুতই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করতে সক্ষম হবে। /জা. বো., দি. বো., সি. বো., ঘ. বো. '১৮/ প্রশ্ন নং ১/

- ক. গ্রামীণ খাত কী? ১
খ. বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন দেশের অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ৩
ঘ. দেশটির অর্থনীতি সম্ভাবনাময়— তুমি কি এই ধারণার সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সমষ্টি হলো গ্রামীণ খাত।

খ বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ কাজে লাগিয়ে অনেক দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করেছে।

বিশ্বায়নের ফলে স্বল্প ব্যয়ে কাঁচামাল আমদানির দরুন সামগ্রিক উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বে পুঁজি ও তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ থাকায় দেশীয় শিল্প ও সেবা খাতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটছে। ফলে স্বল্প উন্নত অনেক দেশেই বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল স্বাধীন দেশ। প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং উন্নতির মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হলেও অদ্যাবধি বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। নানামুখী সমস্যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিটাকে আজও শ্লথ করে রেখেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এ খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি। সনাতন কৃষিব্যবস্থার কারণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ এবং বিভিন্ন শিল্পনীতির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে বাংলাদেশে এখনও শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেনি। আবার, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কম বলে দেশে বেকারের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে; যা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অন্যতম একটি কারণ। এছাড়া অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার কারণে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে সরকার বর্তমানে কিছু বাস্তবমুখী কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঘ হ্যাঁ, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্ভাবনাময়' এই ধারণার সাথে আমি একমত। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র গৃহীত ও সম্পন্ন হয়েছে।

১৯৯৩ সালে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি বেসরকারিকরণ করা হয়। এতে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়, যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। ২০১৮ সালে মাথাপিছু আয় বেড়ে ১৭৫২ মার্কিন ডলারে পৌঁছে। তাছাড়া বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা অনুসারে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার নানা ধরনের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা (ICT শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সকল প্রক্রিয়া ডিজিটলাইজেশন) গ্রহণ করায় জনগণ বিশ্বায়নের সুফল পেতে শুরু করেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অবশ্যই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। কাজেই বলা যায়, বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ।

প্রশ্ন ২ বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। এদেশের ভূখণ্ড উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু। পূর্বে সামান্য উঁচু ভূমি ছাড়া সমগ্র দেশের ভূমি সমভূমি। জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই জলবায়ুতে নানারকম ফসল উৎপাদিত হয়। এর সাথে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের চাহিদা পূরণ করে রপ্তানিও হচ্ছে। /জা. বো., দি. বো., সি. বো., ঘ. বো. '১৮/ প্রশ্ন নং ১/

- ক. পরিবেশ বলতে কী বোঝ? ১
খ. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা বিভিন্ন উপাদান, শক্তি এবং বস্তুসমূহ মানুষসহ সকল প্রাণীর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে, তাকে পরিবেশ বলে।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো— অনুন্নত কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা।

১. বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু কৃষি জমির ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা, কৃষকের দরিদ্রতা, স্বল্প বিনিয়োগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন হয়নি। তবে বর্তমানে কৃষকের সচেতনতা, উন্নত বীজ, সার, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়ছে।

২. পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর একটি। বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যা ১৫.৮৯ কোটি (BBS, July, 2015)। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আস্তে আস্তে কমছে। যেমন— জুলাই ২০০৪ এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৪২%। ২০১৭ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে ১.৩৭% হয়।

প উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হলো—

বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি দেশ। তবে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই বাংলাদেশেও পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যেহেতু অর্থনৈতিক কার্যাবলি এখনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেक्टरসমূহের জিডিপিতে অবদান উন্নত পরিবেশ দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়।

বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠের ভূমিরূপ সর্বত্র একরূপ নয়। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি প্রধানত দুধরনের (যথা— সমভূমি এবং পাহাড়ি) হলেও এর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন— চট্টগ্রাম ও সিলেটের টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি অঞ্চল; রাজশাহী অঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় হলো প্লাইস্টোসিন যুগের চত্বর ভূমি বা সোপান যা প্রায় ২৫ হাজার বছর পূর্বে গঠিত। এ ছাড়াও রয়েছে খুলনা, রংপুর ও দিনাজপুর এলাকার বনভূমি। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গড় বৃষ্টিপাত ১২০-২০০ সে.মি., বাতাসের আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯৯% এবং সর্বনিম্ন ৩৬%।

ঘ বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা উদ্দীপকের আলোকে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

কোনো দেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝায়। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় বাংলাদেশ যেমন সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত ঠিক তেমনি এর ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সহায়ক। এদেশের নদ-নদী, মৃত্তিকা, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত কৃষিকাজের জন্য উপযোগী। তবে খনিজ ও বনজ সম্পদ প্রভৃতি দিক দিয়ে বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত কম সমৃদ্ধ।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বিশ্বের অর্থনৈতিক পরাশক্তিগুলোর সাথে এদেশের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আবার সমুদ্রবন্দর ও নদীবন্দরগুলোর বিভিন্নমুখী ব্যবহার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নব দিগন্তের সূচনা করেছে। এছাড়া কৃষিকাজের অনুকূল পরিবেশের কারণে বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের চাহিদা পূরণ করে রপ্তানিও হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশে ভবিষ্যৎ অর্থনীতির বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ৩ আজিম স্যার ক্লাসে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ছাত্রদের বললেন, গাছ পরিবেশ রক্ষার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। বাংলাদেশে প্রায় ২৫,০৮৭ বর্গ কি.মি. বনভূমি আছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। সুন্দরবন, মধুপুর ও ভাওয়াল গড় প্রভৃতি অল্প কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া প্রায় পুরো দেশেই বৃক্ষরাজির অভাব রয়েছে। তাই আমাদের নিজেদের বাঁচার প্রয়োজনেই সারাদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। তাছাড়া দেশের ভূ-নিম্নস্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল করা সম্ভব।

- ক. বাংলাদেশের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার? ১
- খ. বাংলাদেশে অর্থনীতি কৃষিনির্ভর কেন? ২
- গ. ক্লাসে আজিম স্যারের দেওয়া তথ্যে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের যে দিকটি ফুটে উঠেছে, তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বনভূমি নিয়ে আজিম স্যারের হতাশা থাকলেও, ভূ-নিম্নস্থ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়ে তিনি কেন আশাবাদী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

খ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল; শ্রমশক্তির প্রায় ৪৫.১ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত।

কৃষি এদেশের মানুষের খাদ্য এবং শিল্পের কাঁচামালের যোগান দেয়। কৃষি মানুষের বাসস্থানের উপকরণ যোগায় এবং গ্রামাঞ্চলে জ্বালানির উৎস হিসেবে কাজ করে। অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এসব কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর।

গ ক্লাসে আজিম স্যার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা বনজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। দেশের মানুষের জীবিকা অর্জন, ভোগ, বাণিজ্য তথা সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে গড়ে ওঠে। সেফেক্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের যতগুলো উপাদান রয়েছে তার মধ্যে বনভূমি বা বনজ সম্পদ অন্যতম। বন বা বনজ সম্পদ যেমন মানুষের বেঁচে থাকার অক্সিজেন যোগান দেয় তেমনি জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। বনজ সম্পদের প্রভাবে কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা, বৃষ্টির পরিমাণ, জলবায়ু অনেক কিছু নির্ভর করে। তবুও বাংলাদেশে যে পরিমাণ বনজ সম্পদের প্রয়োজন তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বলা হয়ে থাকে মানুষের জীবন ধারণের জন্য একটি দেশে তার আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে তা অনেক কম। সুন্দরবন এবং মধুপুর ও ভাওয়াল গড় ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে বনভূমির সংখ্যা অনেক সীমিত। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বনজ সম্পদকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বাড়ির আশপাশে বা খোলা স্থানে গাছ-পালা লাগানোর অভ্যাস তৈরি করতে হবে।

কাজেই বলা যায়, ক্লাসে আজিম স্যার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের তথা বনজ সম্পদের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন।

ঘ বাংলাদেশের বনভূমির বিদ্যমান অবস্থা নিয়ে আজিম স্যার হতাশাগ্রস্ত হলেও, ভূমি-নিম্নস্থ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়ে তিনি আশাবাদী। তার এমন ধারণার সপক্ষে নিম্নোক্ত বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করা হলো।

বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমি কম হলেও ভূমি-নিম্নস্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ তথা খনিজ সম্পদ খুব একটা কম নেই। এদেশের ভূ-নিম্নস্থ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো— প্রাকৃতিক গ্যাস। এ সম্পদে বাংলাদেশ বেশ সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক গ্যাস হলো এদেশের জ্বালানি শক্তির প্রধান উৎস। যা সার, প্লাস্টিক, রাবার, কীটনাশক প্রভৃতি তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের যোগান বাড়লে তা এসব দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এদেশের বিভিন্ন কলকারখানা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর যোগান বাড়লে শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় কমবে।

এদেশে কয়েকটি জায়গায় সীমিত পরিমাণে পাথুরে কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে; অন্যত্র কয়েকটি জায়গায় কয়লা মজুদের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে কয়লা প্রাপ্তি বাড়লে তা দেশে শক্তি সম্পদের যোগান বাড়াবে এবং শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথর সঞ্চিত আছে। সিমেন্ট, কাগজ, সাবান, ব্রিচিং পাউডার ইত্যাদি শিল্পে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। সময়ান্তরে এর যোগান বাড়লে তা এসব শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সুতরাং, এদেশের ভূ-নিম্নস্থ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়ে আজিম স্যারের আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে।

প্রশ্ন ৪ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)-এ অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও ধারা নিম্নরূপ:

খাতসমূহ	অবদান (শতকরা হার)		
	১৯৯০-৯১	২০০০-০১	২০১৩-১৪
কৃষি	২৯.২৩	২৫.০৩	১৬.৫০
শিল্প	২১.০৪	২৬.২০	২৯.৫৫
সেবা	৪৯.৭৩	৪৮.৭৭	৫৩.৯৫

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭, ২০১৫

(জি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১)

- ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কী? ১
খ. 'বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান দণ্ডচিত্রে দেখাও। ৩
ঘ. 'বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন কৃষিনির্ভর নয়।'— উদ্দীপকের ভিত্তিতে বক্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

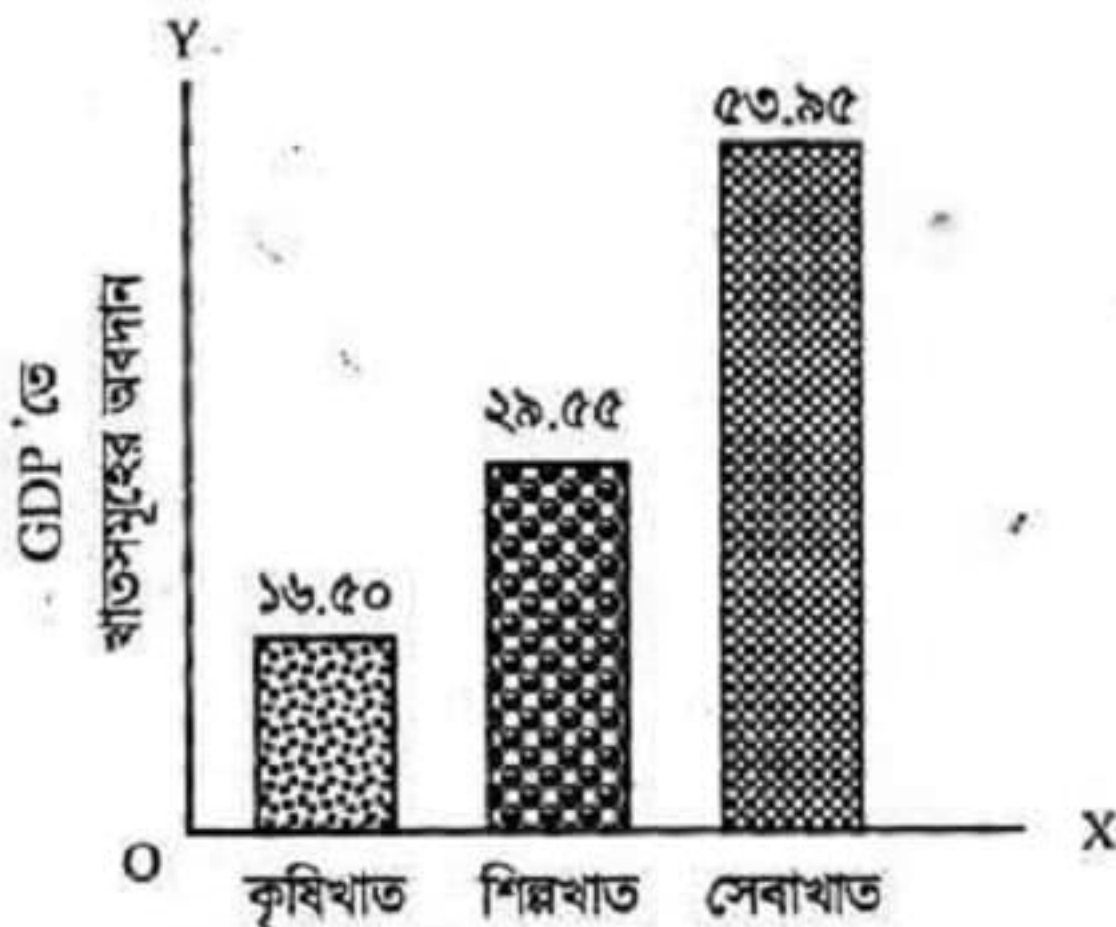
৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী, খনিজ, বনজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায়।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমোন্নয়নশীল বলে এদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

যে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ক্রমোন্নতির দিকে ধাবমান, সেই দেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নত দেশের মতো কৃষির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে শিল্পের উৎপাদন বাড়চ্ছে। তাছাড়া, গত তিন বছরে গড়ে প্রবৃদ্ধি ৬% এর ওপরে ছিল এবং একটি দেশকে উন্নয়নশীল বলতে গেলে যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তার সবগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

গ প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশের GDP-তে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান নিচে দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—



চিত্র : ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের GDP-তে অবদানের দণ্ডচিত্র
উপরিউক্ত দণ্ডচিত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষিখাতের অবদান ১৬.৫০ যা সব থেকে কম, অন্যদিকে জিডিপিতে শিল্প খাত ও সেবা খাতের অবদান (২৯.৫৫ ও ৫৩.৯৫) অধিক।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন ক্রমোন্নতির দিকে। এদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাত কৃষি হলেও GDP-তে এর অবদান দিন দিন কমছে এবং শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বাড়ছে।

এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভর করে। তবে, বর্তমানে শিক্ষা ও প্রযুক্তি জ্ঞানের বিকাশ ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে GDP-তে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে বাংলাদেশের GDP-তে কৃষির অবদান ছিল ২৯.২৩%। কিন্তু ২০০০-০১ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা কমে যথাক্রমে ২৫.০৩% এবং ১৬.৫০% হয়। অন্যদিকে, শিল্পের অবদান, ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। যেমন— ১৯৯০-৯১, ২০০০-০১ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের GDP-তে শিল্পের অবদান যথাক্রমে ২১.০৪%, ২৬.২০% এবং ২৯.৫৫% ছিল। একই অবস্থা সেবা খাতেও লক্ষ করা যায়। যদিও ১৯৯০-৯১ অর্থবছরের তুলনায় ২০০০-০১ অর্থবছরে GDP-তে সেবা খাতের অবদান কিছুটা কম ছিল। তবে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতের অবদান বেড়ে ৫৩.৯৫% হয়।

বাংলাদেশ উন্নত দেশের মতো অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথা GDP-তে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বেড়েছে। অর্থাৎ, কৃষির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে শিল্প ও সেবা খাতের ওপর নির্ভরতা বাড়ানো হচ্ছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন কৃষিনির্ভর নয়।

প্রশ্ন ৫ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি কৃষিপ্রধান দেশ। প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের কারণে এদেশের অর্থনীতি ছিল অনুন্নত। অনুন্নত কৃষি, শিল্পের পশ্চাৎপদতা, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, জনাধিক্যের কারণে বেকারত্ব ছিল অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সময়ের পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকার বাস্তবমুখী নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে বিশ্বায়নের সুফল এদেশের জনগণ পেতে শুরু করেছে। আশা করা যায়, 'স্বপ্নকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। (জি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১)

- ক. বাংলাদেশের মোট সীমানা কত কিলোমিটার? ১
খ. মুসলিম যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে? উদ্দীপক হতে উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মোট সীমানা হলো ৪,৭১২ কিলোমিটার।

খ মুসলিম যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলার ইতিহাসে ১২০০ সাল থেকে শুরু করে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম যুগ তথা মধ্যযুগ স্থায়ী ছিল। এ সময় বাংলা ছিল খাদ্য ও শিল্পে পরিপূর্ণ এবং বিভিন্ন পর্যটক, বণিক ও বিখ্যাত পরিব্রাজকদের আনাগোনা হতো এখানে। তাদের লেখায় তৎকালীন অর্থনীতির প্রাচুর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা যায়। তখন খুব সস্তায় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত। ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত এ যুগে। এজন্য মুসলিম যুগ বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে পরিচিতি লাভ করে।

গ স্বাধীনতা-উত্তর (১৯৭১-বর্তমান) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নিম্নে তা উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করা হলো—

বাংলাদেশের জন্ম লগ্ন (১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর) হতে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৬ বছর পরেও আমরা অর্থনৈতিক মুক্তির পরিপূর্ণ স্বাদ পাইনি।

প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এ দেশের অর্থনৈতিক মেবুদণ্ড ভেঙে দেয়। তাছাড়া এ দেশে সনাতন কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় কৃষিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি। শিল্প ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে না পারায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। আবার অতিরিক্ত জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যা দেশকে আমদানি নির্ভর করে তোলে। ফলে এদেশের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্য এদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে অনুন্নত কৃষি, শিল্পের পশ্চাৎপদতা, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, বেকারত্ব ইত্যাদি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, দেশে অভিজ্ঞ ও দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, ধর্মীয় গোড়ামি, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ইত্যাদি এদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। তবে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বাস্তবমুখী নানান পরিকল্পনা দেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র গৃহীত ও সম্পূর্ণ হয়েছে। যা অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৩ সালে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি বেসরকারিকরণ করা হয়। এতে শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়, যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। ফলে ২০১৭ সাল শেষ মাথাপিছু আয় বেড়ে ১৭৫২ মার্কিন ডলারে পৌঁছে। বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা অনুসারে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতিও একসময় ঘুরে দাঁড়াবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার নানা ধরনের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে জনগণ বিশ্বায়নের সুফল পেতে শুরু করেছে।

সরকার 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন— আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম, সর্বত্র ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সকল কার্যপ্রক্রিয়া ডিজিটলাইজেশন, কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অবশ্যই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ৬ প্রায় ত্রিশ বছর আগে মি. জসিম লেখাপড়া শেষ করে কানাডায় চলে যান। তৎসময়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল নেতিবাচক। একটানা ত্রিশ বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে তিনি অবাক। আগের বাংলাদেশ আর নেই। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি সূচকে বাংলাদেশ আজ অগ্রসরমান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে। মি. জসিম সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি দেশেই অবস্থান করবেন এবং অর্জিত অর্থ বিনিয়োগ করবেন।

[[দি. কো. ১৭। প্রশ্ন নং ১/

- ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কী? ১
- খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক অবকাঠামো— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মি. জসিমের যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী, খনিজ, বনজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায়।

খ অর্থনৈতিক অবকাঠামোই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি। অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে বোঝায়। বিভিন্ন খাত-উপখাতের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। অর্থনীতির কাঠামোর এরূপ খাতসমূহের মধ্যে আছে কৃষিখাত, শিল্পখাত, সেবাখাত, বিভিন্ন ধরনের মালিকানা ভিত্তিক খাত, শহুরে ও গ্রামীণ খাত ইত্যাদি। অর্থনৈতিক কাঠামো যত বেশি মজবুত হবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে।

গ হ্যাঁ, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নশীল। একটি দেশের অর্থনীতি যখন পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়, শিক্ষার হার, জীবনযাত্রার মান, কৃষি ও শিল্পের অগ্রসরতা কাক্ষিত পর্যায়ে না হলে এসব দেশের অর্থনীতি স্থবির হয়। কারণ পরিকল্পিত উন্নয়ন পদক্ষেপের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ছে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দারিদ্র্যের হার কমছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করলেও একই চিত্র পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের মি. জসিম প্রায় ত্রিশ বছর আগে লেখাপড়া শেষ করে কানাডায় চলে যান। ত্রিশ বছর পর দেশে ফিরে এসে দেখেন বাংলাদেশের অর্থনীতি আর আগের মতো নেই। বাংলাদেশ এখন কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি সূচকে বেশ এগিয়ে গেছে। এসব সূচকের উন্নয়নের ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

ঘ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মি. জসিমের যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

বাংলাদেশ উদীয়মান দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এক সম্ভাবনাময় বিষয়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, জ্বালানি তেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিতিশীলতা, যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংকট ইত্যাদি বিষয় যখন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চরম অনিশ্চয়তা ও মন্দার সৃষ্টি করেছে, তখনও বাংলাদেশের অর্থনীতি মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক এবং প্রবাসী শ্রমিকরা পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

উদ্দীপকের মি. জসিম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব রাখেন। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। এখন বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১৭৫২ মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাত ও শিল্পখাতের অবদান যথাক্রমে ১৪.৭৯ শতাংশ এবং ৩২.৪৮ শতাংশ প্রাক্কলিত হয়েছে। সাক্ষরতার হার (৭+) বেড়ে হয়েছে ৬৩.৬ শতাংশ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দারিদ্র্যের হার ৬৫ ভাগ থাকলেও বর্তমানে তা ২৩.৫ ভাগে নেমে এসেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৪.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা খাত ও ব্যাংকিং প্রবৃদ্ধির উন্নয়নও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এগুলো অনেক বড় অর্জন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা বেড়েছে। আর অচিরেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ৭ ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে এদেশের অর্থনীতি মেরুদণ্ডহীন হয়েছিল। আর তাই ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসতে বাংলাদেশকে অনেক পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। //সি. বো. ১৭/ প্রশ্ন নং ১/

- ক. বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমানার দৈর্ঘ্য কত কি.মি.? ১
- খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ নীতিই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ'— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে, পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের শোষণ, বঞ্চিত ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমানার দৈর্ঘ্য ২৮০ কিলোমিটার।

খ বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত।

বাংলাদেশ উত্তরে ২০°৩৪' থেকে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং পূর্বে ৮৮°০১' থেকে ৯২°৪১' দ্রাঘিমাংশে বিস্তৃত। এদেশের মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মায়ানমার এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগার অবস্থিত। এদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

গ 'ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসন নীতিই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ'—কথাটি যথেষ্ট।

১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় শুরু হয়েছিল ইংরেজ শাসন। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে প্রায় ২০০ বছর শোষণ করে। ব্রিটিশ শাসন আমলে বাংলার কাঁচামাল দ্বারা তারা ইংল্যান্ডে শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছিল। আর এদেশ ছিল তাদের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের স্থায়ী বাজার। বিখ্যাত মসলিনের বুননকারীদের হাত ও আঙুল কেটে তারা এ শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্রিটিশরা এদেশের কৃষকদেরকে জোরপূর্বক নীল চাষে সম্পৃক্ত করেছিল। এর ফলে এদেশে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল।

উদ্দীপকে উল্লেখ রয়েছে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে এদেশের অর্থনীতি মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছিল। মূলত, ব্রিটিশ সরকারের শোষণ নীতির ফলে বাংলার অর্থনীতি প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। ইংরেজদের দ্বৈতশাসন, অত্যাচার ও কোম্পানি শাসন ও শোষণের মাধ্যমে বাংলার শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বলা যায়, ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ নীতিই এদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ।

ঘ ব্রিটিশদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাকিস্তান সরকারও বৈষম্য ও শোষণ নীতি অবলম্বন করে বাংলাদেশকে তাদের অস্থায়ী কলোনি হিসেবে গড়ে তুলেছিল। নিচে পাকিস্তান আমলের শোষণ, বঞ্চিত ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হলো—

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। যার দুটি প্রদেশ হলো পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। পাকিস্তান আমলে রাজস্ব আয়ের বেশি অংশ অর্জন হতো পূর্ব পাকিস্তান হতে। অথচ, তার সিংহভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। যেমন— ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬০-৬১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট রাজস্ব ব্যয়ের মাত্র ১২% পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছিল।

তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগে কোনো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় সেখানকার ২২টি পরিবারের হাতে বেসরকারি বিনিয়োগের ৮০ ভাগ চলে যায়। ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৯ টাকা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিল ৫০০ টাকা। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর শোষণের ফলে এদেশে প্রবৃদ্ধির হারও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় কম ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চিত্যের মাত্রা ছিল অসহনীয়। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়।

প্রশ্ন ৮ সম্প্রতি এক সেমিনারে বক্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। GDP-তে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। GDP-তে কৃষির অবদান কমেছে। মানবসম্পদসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

//সি. বো. ১৭/ প্রশ্ন নং ১: অতীত সুলভ এত বহুদুঃসাহসিক! প্রশ্ন নং ১/

- ক. অর্থনৈতিক অবকাঠামো কাকে বলে? ১
- খ. কী কী শিল্পের জন্য মুসলিম যুগ বিখ্যাত ছিল? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বক্তাদের ধারণা অনুযায়ী, বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছাতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার? আলোচনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং যাদের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না, এককথায় সেগুলোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।

খ মুসলিম যুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে।

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলো হলো: কার্পাস বস্ত্র শিল্প, মসলিন বস্ত্র শিল্প, নৌ-শিল্প, চিনিশিল্প, লৌহ শিল্প, কামান শিল্প, বাবুদ শিল্প, ভোজ্য তেল শিল্প, অলংকার শিল্প ইত্যাদি। এ সময়ে দেশে রেশম শিল্পও গড়ে ওঠে। তখনকার বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্প ছিল মসলিন বস্ত্র শিল্প। বাংলার মসলিন তখন সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি পণ্য ছিল।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও পরিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তার বিবরণ দেওয়া হলো:

১. অতীতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৬.০৬%, ৬.৫১%, ৭.২% ও ৭.২৪% যা প্রবৃদ্ধির ক্রমোন্নয়ন নির্দেশ করে। আবার দেশের সঞ্চার, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিবর্তনের গতিধারা লক্ষ করা যায়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে ২৬.০৬% ও ৩০.৩০% এবং বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৩০.২৭ শতাংশ যা পূর্বে তুলনায় অনেক বেশি।

২. বিগত এক দশকে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে। এখন এ দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় হলো ১৭৫২ মার্কিন ডলার। এক দশক আগে এ আয় ছিল ৪৬৫ মার্কিন ডলার।

৩. বিগত ৪-৫ বছরের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও জিডিপিতে তার অবদান কমে এসেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে সমন্বিত কৃষিখাতের অবদান ধরা হয় শতকরা ১৪.৭৯ ভাগ। দেশে শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাত ক্রমেই উন্নত হওয়ায় এমনটি দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ৩২.৪৮% ও ৫২.৭৩%।

সুতরাং বলা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিবর্তনের একটি ধারা লক্ষ করা যায়।

য প্রদত্ত উদ্দীপকে বক্তরা এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। এমনটি হতে হলে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন উচ্চহারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন। বর্তমানে এদেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে রয়েছে; ভবিষ্যতেও প্রবৃদ্ধির এ হার বজায় রাখতে হবে।
 ২. ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে হলে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দরিদ্র লোকদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
 ৩. 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে চলমান পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গতিশীল ও কার্যকর করে তুলতে হবে।
 ৪. সাম্প্রতিককালে নানা কারণে দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। একে ঠিকমতো বুঝতে না পারলে উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে। তাই অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
 ৫. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। এ জন্য শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান, যথোপযুক্ত শিল্পনীতি প্রণয়ন, দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্প স্থাপন, পিপিপি-এর অধীনে ভারী শিল্প স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ৯ প্রাচীন যুগের অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশ নামক এ ভূখণ্ডের অর্থনীতির চিত্র এক নয়। ৭০ দশক থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন উন্নত হচ্ছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে, যেমন: GDP এর প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। GDP-তে কৃষির অবদান হ্রাস পৈয়ে শিল্পের অবদান বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার, অবকাঠামো উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচয় লাভ করবে বলে অর্থনীতিবিদরা আশা করেন।

(বি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. পরিবেশ কী? ১
- খ. কোন যুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়? কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের সূচকগুলো চিহ্নিত করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে অর্থনীতিবিদদের বর্ণিত আশা বাস্তবায়িত হবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা বিভিন্ন উপাদান, শক্তি এবং বস্তুসমূহ মানুষসহ সকল প্রাণীর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে তাকে পরিবেশ বলে।

খ মুসলিম যুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। বাংলায় মুসলিম যুগ ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এ যুগে বাংলায় আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন হয় ও মহাজনী ব্যবসার বিকাশ ঘটে। এ যুগে বাংলা কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ সময় এখানে বস্ত্র, বিশেষ মসলিন বস্ত্র, চিনি, লৌহ, বারুদ, কামান, লবণ, কাগজ ইত্যাদি উৎপাদিত হতো। বিদেশি পর্যটকদের লেখায় এ সময়ের বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনীতির রূপটি ফুটে ওঠে। এসব কারণে বাংলার ইতিহাসে মুসলিম যুগ স্বর্ণযুগ বলে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১০ বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	
অর্থবছর	উৎপাদনের পরিমাণ
১৯৮০-৮১	১৪৯.৭
১৯৯০-৯১	১৮৮.৬
২০১৩-১৪	৩৭৭.৮২

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭, ২০১৪

(জ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১/)

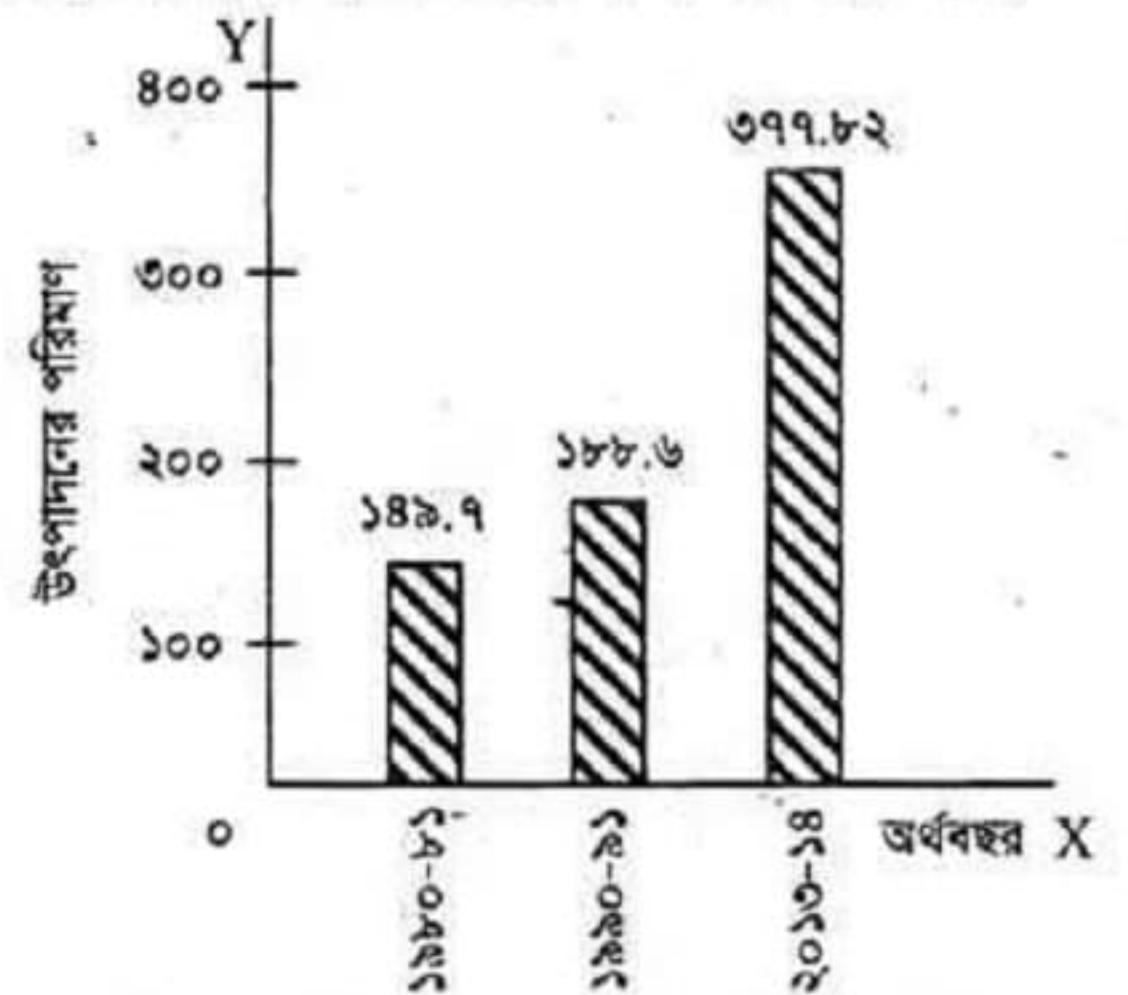
- ক. অবকাঠামো কাকে বলে? ১
- খ. ইংরেজ শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কী রূপ ছিল? ২
- গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে একটি স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদনের গতিধারা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব অর্থনৈতিক উপাদান অপরিহার্য, সেগুলোকে অবকাঠামো বলা হয়।

খ ইংরেজ শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অনুন্নত। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার অর্থনীতির ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ অঞ্চলের অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। এ সময়ে বাংলায় তেমন কোনো শিল্প স্থাপন করা হয়নি। ব্রিটিশরা এদেশের কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করেছিল। ফলে বাংলার অর্থনীতিকে ব্রিটিশরা দু'শ বছর পিছিয়ে দিয়েছিল।

গ উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করা হলো—



চিত্র: খাদ্যশস্য উৎপাদনের একটি স্তম্ভচিত্র

ছকের তথ্য ব্যবহার করে অঙ্কিত চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) অর্থবছর এবং লম্ব অক্ষে (OY) উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে বাংলাদেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ১৪৯.৭ লক্ষ মে. টন। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৮.৬ লক্ষ মে. টন এবং পরবর্তীতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আরও বেড়ে তা দাঁড়ায় ৩৭৭.৮২ লক্ষ মে. টনে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, আধুনিক কৃষিব্যবস্থা উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও কৃষির উপকরণ সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে।

সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে বর্তমান সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষি খাতকে বাংলাদেশের সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়নের ছোঁয়া লেগেছে। ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় কৃষিনীতির মাধ্যমে এ খাতটির

উন্নয়নে সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে কৃষি উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে খাদ্য উৎপাদন ছিল ১৪৯.৭ লক্ষ মে. টন, ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ১৮৮.৬ লক্ষ মে. টন। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩৯৬.৮৮।

গত এক দশকে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চালের উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কিত উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বর্তমান বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে।

প্রশ্ন ১১ সালাম আমেরিকা প্রবাসী। তার বাংলাদেশি বন্ধু জাহিদ আমেরিকা বেড়াতে গেছেন। সালাম তার বন্ধুকে বলল, আমেরিকা কত সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী। তোমরা অনুরতই রয়ে গেলে। জাহিদ জবাবে বলল, বাংলাদেশের অবস্থা এখন আগের মতো নেই। বিশ্ব মন্দার পরও কৃষিক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি, কারিগরি জ্ঞানের প্রসার, শিক্ষার হার বৃদ্ধি হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

- ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে? ১
- খ. মূলধনের স্বল্পতাই কি অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. তুমি কি মনে করো বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ? উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্দীপকে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপ কি যথেষ্ট বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী, খনিজ, বনজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

খ হ্যাঁ, মূলধনের স্বল্পতাই অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ। মূলধন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। স্বল্প উন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার খুবই কম কারণ জনগণের মাথাপিছু আয় কম। মূলধনের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় না। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন করা যায় না। ব্যাংক ব্যবস্থা খুব একটা উন্নত হয় না। ফলে পুঁজি গঠনের অভাবে ব্যাপক বিনিয়োগ হয় না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়ে। এসব কারণে বলা যায়, মূলধনের স্বল্পতাই অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ।

গ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহকে আমি যথার্থ বলে মনে করি।

দারিদ্র্য বর্তমানে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা। তবে এই দারিদ্র্য দূরীকরণে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা হলো:

১. সরকার 'যুব উন্নয়ন বিভাগ' গঠন করে ১৫-৩০ বছর বয়স্ক যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণদানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করেছে।
২. টেস্ট রিলিফ কর্মসূচিতে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে।
৩. কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির মাধ্যমে কাজে নিয়োজিত গ্রামীণ শ্রমিকদের মজুরি হিসেবে টাকার পরিবর্তে খাদ্য দেওয়া হয়।
৪. বয়স্ক ও বিধবা ভাতা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
৫. দেশের গ্রামীণ এলাকায় আবাসিক সমস্যা সমাধান করার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।
৬. সরকার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় দেশে ছাগল পালন কর্মসূচি চালু করেছে।

৭. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

৮. বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড সমবায়ের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষকদের জন্য ঋণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে আসছে।

৯. সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কর্মসংস্থান ব্যাংক দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে বেসরকারি সংস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্তি এক্ষেত্রে আরও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ১২ বুবেল তার বিদেশি বন্ধু জেমসকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও তার পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করলেন। বুবেল স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যা করলেন, অতীতে বাংলাদেশ ছিল ধন-সম্পদে ভরপুর। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের শাসন ও শোষণে এদেশ পরিণত হয় একটি গরিব ও অনুরত রাষ্ট্রে। পাকিস্তানিদের বিমাতাসুলভ আচরণ আমাদের জাতীয় আয়, জীবনযাত্রার মান, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ দেশকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন আর স্থবির রাষ্ট্র নয়। *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

- ক. অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে কী বোঝ? ১
- খ. স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে পাকিস্তান শাসনামলের অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বুবেলের বক্তব্য— বাংলাদেশ স্থবির রাষ্ট্র নয়, ধীরে, ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে,— তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়? মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির কাঠামো বলতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে বোঝায়।

খ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক নীতির কারণে এদেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। শুরুর দিকে সম্পদ সৃষ্টি ও রপ্তানি আয়ের দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ নীতির কারণে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দেশের পূর্ব অঞ্চল ঘাটতি এলাকায় পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে বুবেল তার বিদেশি বন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের অর্থনীতির কথা শুনিয়েছে। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল তা হলো:

১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৩০৫ টাকা ও ৩৩০ টাকা সেখানে ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে তা ৩২৭ টাকা ও ৪৬৫ টাকায় দাঁড়ায়। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ পূর্ব পাকিস্তান অর্জন করত। অথচ মোট আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর শতকরা ৭০ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তান ভোগ করত। পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি বিনিয়োগ কোনো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগে প্রাধান্য লাভ করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের হাতে বেসরকারি বিনিয়োগের শতকরা ৮০ ভাগ চলে গিয়েছিল। বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র ৩০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হতো। বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রেও একই রকম বৈষম্য বজায় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক আয়ের ২০ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে উন্নয়ন ব্যয়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথাক্রমে মোট ব্যয়ের মাত্র ৩১ শতাংশ ও

৩৫ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত মোট রাজস্ব আয়ের মাত্র ১২ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হতো। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ব্যাংক, বিমা কোম্পানিসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে বৈষ্যমের শিকার হতো।

ঘ বাংলাদেশ স্থবির রাষ্ট্র নয়, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে— বুবেলের এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

আয়তনে ছোট হলেও উদ্বৃত্ত জনশক্তি, পলিযুক্ত উর্বর কৃষিজমি, হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতি, তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সামাজিক সূচকে অগ্রগতি এ দেশকে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

বর্তমানে জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন হওয়ায় জন্মহার হ্রাস পেয়েছে। তৈরি পোশাকের যে ব্যাপক বাজার সৃষ্টি হচ্ছে তা ধরে রাখতে হবে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি সম্ভাবনা উজ্জ্বল করার সুযোগ রয়েছে। দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশে জাহাজ রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। রপ্তানিকৃত জনশক্তিকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে পারলে তাদের আয় বহুগুণে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও এদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছে। তথ্য সেবা সহজ হওয়ায় মানুষ যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ১৩ জনাব রায়হান তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রায় ১৯০ বছর ইংরেজ শাসন ও শোষণ এবং ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের হাত থেকে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিখেছে এবং অর্থনীতির বেশ কিছু সূচক যেমন—শিল্পের বিকাশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উন্নয়ন, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদি আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

(ক. বো. ২০১৬/প্রশ্ন নং ১/)

- ক. অর্থনৈতিক কাঠামো কী? ১
- খ. 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাথমিক খাতের প্রাধান্য রয়েছে' বলতে তুমি কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে শাসন ও শোষণের তিনটি উদাহরণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপক হতে তুমি কি মনে কর বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে? আলোচনা করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির কাঠামো বলতে, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে বোঝায়।

খ কৃষিখাতকে প্রাথমিক খাত বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের প্রাধান্য রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের প্রায় ৭০% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আগের চেয়ে কৃষির উৎপাদন অনেক বেড়েছে। জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস, প্রধান পেশা, শিল্পের কাঁচামাল ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাথমিক খাত হিসেবে কৃষি খাতের প্রাধান্য রয়েছে।

গ উদ্দীপকের আলোকে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসনামলের শাসন ও শোষণের তিনটি উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো—

লর্ড ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। অন্যদিকে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে পরাভূত করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। অন্যদিকে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার উন্নতির দিকে সামান্যতম দৃষ্টিপাত করত না। বরং বৈষম্যমূলক আচরণ ক্রমেই প্রকট হতে থাকে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অর্থনৈতিক শাসন। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা বিজয়ী হওয়ার পর ১৯০ বছর বাংলার ওপর যে ঔপনিবেশিক শোষণ চালায় তার ফলে এখানকার ব্যবসায় বাণিজ্য, বস্ত্রশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত কাঁচাপাট, চামড়া, চা, ইক্ষু প্রভৃতি পণ্যের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প ও অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় করা হতো।

ইংরেজরা বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য বস্ত্র উৎপাদনে বাধা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁতিদের আঙুল কেটে দিত। অন্যদিকে, সরকারি আফিস-আদালতে উচ্চ পদে নিয়োগের সংখ্যা ছিল বাঙালিদের তুলনায় পাকিস্তানিদের অনেক বেশি। এভাবে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিরা বাঙালিকে নানাভাবে শোষণ-নির্যাতন করেছিল।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

শিল্পায়ন দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। শিল্পের উন্নয়নে মোট দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে ১৯৮০-৮১ সালে এ খাতের অবদান ছিল ১৭.৩১%। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩২.৪৮% প্রাক্কলন করা হয় (বিবিএস-১৭)। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর World Economic Outlook (WEO) April, 2015-এর অর্থবছরে দেখানো হয়েছে, বিশ্বের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.৪% এবং ২০১৫ সালে ৪.০% অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫.৩% এবং ৫.৭% উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭% প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা ভালো।

ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ MDG-1 লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগামী হয়েছে। ২০১৫ সালে দারিদ্র্যসীমা কমিয়ে ২৯% তে আনার কথা ছিল। কিন্তু ২০১৫ সালের পূর্বেই তা ৩১.৫% তে নেমে এসেছে। তাই বলা যায়, দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কারিগরি জ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য। কারিগরি শিক্ষা প্রসারে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'ভিশন-২০২১' এর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণায় তথ্য ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়েছে। দেশের শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে এবং শ্রমশক্তি রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের পথে ধাবিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ১৪ স্বাধীনতা লাভের আগে বিভিন্ন আমলে বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। এর ফলে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল ও পশ্চাৎপদ রয়ে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে এখন কোনো স্থবিরতা নেই, বরং অর্থনীতির প্রায় সর্বক্ষেত্রেই গতিশীলতা এসেছে। (ক. বো. ২০১৬/প্রশ্ন নং ১/)

- ক. অর্থনৈতিক মন্দা কাকে বলে? ১
- খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কী? ২
- গ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কখন এবং কেন ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের অর্থনীতিতে যখন বেকারত্ব, মুদ্রাসংকোচন, উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেয়, তখন তাকে অর্থনৈতিক মন্দা বলে।

খ বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে ২০°৩৪' হতে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১' হতে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

দেশটির তিন দিকেই ভারতের অবস্থান। দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমারের সাথেও কিছুটা সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। ভারত ও মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩,৭১৬ কি.মি এবং ২৮০ কি.মি. এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে ৭১৬ কি.মি. এর উপকূল রেখা রয়েছে।

গ স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল ও পশ্চাৎপদ হয়ে যায়। কারণ স্বাধীনতা লাভের আগে বিভিন্ন আমলে বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছিল।

অতীতকাল হতেই ভারতীয় উপমহাদেশ শিক্ষা ও সম্পদে সমৃদ্ধ এক জনপদ ছিল। তখনকার সময়ে চীন, কোরিয়া, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকেও শিক্ষার্থীগণ উচ্চ শিক্ষার জন্য এখানে ভিড় করত। শিক্ষা-দীক্ষায়, অগ্রসরতার কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ অঞ্চলের অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল। ফলে বিভিন্ন শাসক শ্রেণির কড়া নজরে ছিল আমাদের এ জনপদ।

ইংরেজ শাসকেরা এ অঞ্চলে শাসন ও শোষণ চালিয়ে সম্পদ লুণ্ঠন করে ১৯০ বছর। এরপর পাকিস্তান তথা পশ্চিম পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশকে শোষণ ও শাসন করেছে ২৪ বছর। তাদের উভয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এ অঞ্চল হতে লুণ্ঠিত সম্পদ। পরবর্তীতে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আবির্ভূত হয়। এরপর যুদ্ধে বিধ্বস্ত অর্থনীতি, ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিপুল জনসংখ্যার চাপ, সম্পদ ব্যবহারের অদক্ষতার কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তখন দুর্বল ও পশ্চাৎপদ হয়ে গিয়েছিল।

ঘ স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, আয় বৈষম্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্যের অভিযান হতে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে এখন কোনো স্থবিরতা নেই বরং অর্থনীতির প্রায় সবক্ষেত্রেই গতিশীলতা এসেছে।

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন অতীতের তুলনায় অনেক বেশি। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ, কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, নিবিড় শস্য উৎপাদন পদ্ধতি, কৃষিশিক্ষার প্রসারসহ নানাবিধ কারণে বাংলাদেশ আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতের অবদান এবং উন্নয়নের গতিধারা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বিনিয়োগবান্ধব শিল্পনীতি প্রণয়নের ফলে ক্রমশ শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশে বর্তমানে শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৩.৬ শতাংশ। শিক্ষার হার বৃদ্ধির কারণে দেশে বর্তমানে জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটছে। বাস্তবমুখী বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে মানবসম্পদের গুণগতমান বৃদ্ধি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে সেবাখাতের অবদান কম থাকলেও বর্তমানে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্বীপকের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সর্বক্ষেত্রে গতিশীল।

প্রশ্ন ১৫ বাংলাদেশ প্রায় দুইশত বছর ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল। তখন ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পেছনে এ দেশের কাঁচামালের যোগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারপর বাংলাদেশ প্রায় দুই যুগ পাকিস্তানের শাসনাধীন থাকে এবং দুর্ভাগ্যবশত তখনও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুবই কম অংশ উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ রাখত। এক সময় বাংলাদেশ দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নেয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন, শিল্প ও সেবাখাতের অবদান বৃদ্ধি, শিক্ষাখাতে সাফল্য, সমুদ্র বিজয়, আইসিটির ব্যাপক ব্যবহার, রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স অর্জন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।

১৪ বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১

- ক. গ্রামীণ খাত কী? ১
- খ. বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার কারণ কী? ২
- গ. উদ্বীপকের আলোকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণগুলো নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্বীপকের আলোকে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সমষ্টি হলো গ্রামীণ খাত।

খ বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হলো সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান, কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ, কৃষকের দারিদ্র্যতা, বিপণন ও গুদামজাতকরণের অপরিপূর্ণতা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এ খাতে আজও কাজিত উন্নতি লাভ করেনি। বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো কৃষকের দরিদ্রতা। কৃষকের স্বল্প মূলধন থাকায় সে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষাবাদ করতে পারে না। যেহেতু কৃষিতে বিনিয়োগ স্বল্প সেহেতু উৎপাদনও কম। তাছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ দেশে বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল, যা কৃষি অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে যেতে ব্যাহত করেছে।

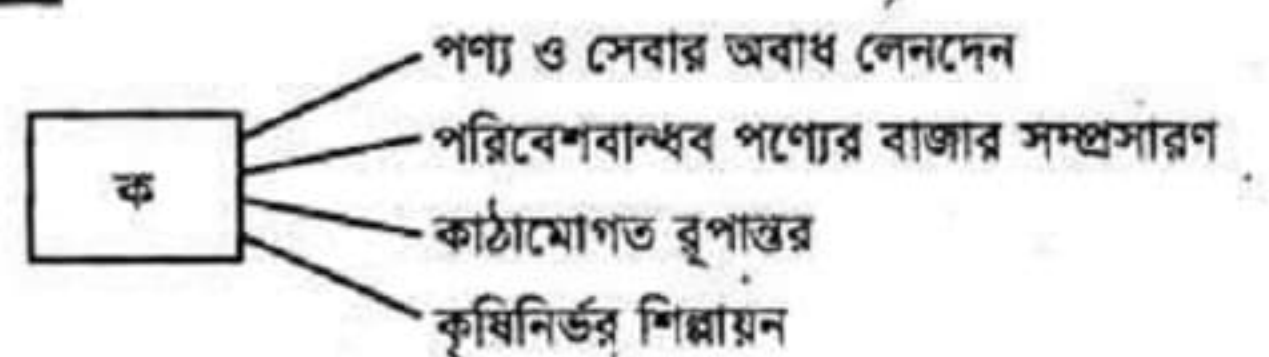
গ উদ্বীপকের আলোকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো—

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। ঔপনিবেশিক শোষণের তথা দ্বৈত শাসন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয় এবং এ সময় বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, বস্ত্র, শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিটিশরা এ দেশের কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করে। অথচ ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এখানকার মানুষজন নিজেদের গুণেই শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। তখন এ দেশে মসলিনের মতো বিখ্যাত কাপড় এবং চিনি, লৌহ, লবণ, কাগজ, অলংকার ইত্যাদি উৎপাদন হতো। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর শোষণে এগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের বিদায়ের পর বাংলাদেশে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর শোষণ শুরু হয়। মাথাপিছু আয়, প্রযুক্তি, ভোগ, স্বগদান, বিনিয়োগ, শিল্প-কারখানা স্থাপন, চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকচক্রের যড়যন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, যা এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

ঘ সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৬



১৪জউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১।

- ক. অবকাঠামো কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' অংশে যা নির্দেশ করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের নির্দেশিত 'ক' বিষয়টির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং যাদের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না, এককথায় সেগুলোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।

খ বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত।

বাংলাদেশ উত্তরে ২০°৩৪' থেকে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং পূর্বে ৮৮°০১' থেকে ৯২°৪১' দ্রাঘিমাংশে বিস্তৃত। এদেশের মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মায়ানমার এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগার অবস্থিত। এদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

গ উদ্দীপকের 'ক' অংশে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়েছে। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

সময়ের পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশ তাল মিলিয়ে চলছে। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করছে। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। এদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর, হওয়ায় কৃষির উন্নয়ন ও কৃষিনির্ভর শিল্প স্থাপন এবং পরিবেশবান্ধব পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, পণ্য ও সেবার অবাধ লেনদেন তথা মুক্তবাজার অর্থনীতি, পণ্য বাজার সম্প্রসারণ, কাঠামোগত রূপান্তর এবং কৃষিনির্ভর শিল্পায়ন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ রয়েছে যা বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থাকেই নির্দেশ করে। তাছাড়া, উদার বাণিজ্যনীতি ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের রপ্তানি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত হয়েছে। যেমন- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৪২৫৭.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্বের অর্থবছরের চেয়ে বেশি।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত 'ক' বিষয়টি তথা বিশ্বায়নের সম্ভাবনা যথার্থভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব। এ বিষয়টি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

আয়তনে ছোট হলেও উদ্বৃত্ত জনশক্তি, পলিযুক্ত উর্বর কৃষিজমি, হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতি, তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়ন, সর্বোপরি সামাজিক সূচকে অগ্রগতি এবং বিশ্বায়নের নানাবিধ সুফল প্রভৃতি বিষয় বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে একটি। তাই বাস্তবমুখী বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে মানবসম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধি করা হলে মানবসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। যা দিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি আমদানি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়।

আবার, ভবিষ্যৎ সময়ের চাহিদার আলোকে কাঠামোগত রূপান্তরের মাধ্যমে উদার শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পের অব্যাহত ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং বেকারত্ব হ্রাসসহ দূরীকরণ সম্ভব হবে। যেমন- বাংলাদেশে ১৯১১ সালে দারিদ্র্যের হার ৫৬.৭ শতাংশ থাকলেও বর্তমানে (২০১৬) তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫ শতাংশে। কাজেই বলা যায়, বিশ্বায়নের সুযোগগুলো ঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ১৭ সুমন 'X' দেশে বাস করে। 'X' দেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, মূলধনের স্বল্পতা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, শিল্পের অনগ্রসরতা সত্ত্বেও দেশটির বিভিন্ন খাতে গতিশীলতা বিরাজ করছে এবং প্রবৃদ্ধির হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ভিক্টোরিয়া নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১)

- ক. বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের সময়কাল কত সন থেকে শুরু হয়? ১
খ. স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে যে দেশটির কথা বলা হয়েছে সেই দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটির অর্থনৈতিক স্তর সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য ব্যক্ত করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের সময়কাল ১৭৫৭ সালে শুরু হয়।

খ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক নীতির কারণে এদেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। শুরুতে সম্পদ সৃষ্টি ও রপ্তানি আয়ের দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ নীতির কারণে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দেশের পূর্ব অঞ্চলটি ঘাটতি এলাকায় পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশটি হলো বাংলাদেশ। নিচে এদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে সনাতন কৃষিব্যবস্থার কারণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ, মূলধনের স্বল্পতা এবং বিভিন্ন শিল্পনীতির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে বাংলাদেশে এখনও শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেনি। আবার, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কম বলে দেশে বেকারের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে, যা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অন্যতম একটি কারণ। এছাড়া অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার কারণে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে সরকার বর্তমানে কিছু বাস্তবমুখী কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সুমনের 'X' দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, মূলধনের স্বল্পতা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, শিল্পে অনগ্রসরতা প্রভৃতি উক্ত দেশটির অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, 'X' দেশটি হলো বাংলাদেশ এবং এদেশের অর্থনীতিতে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' দেশ তথা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি সম্ভাবনাময় দেশ।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র গৃহীত ও সম্পন্ন হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় 'X' দেশটিতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপের কারণে বিভিন্ন খাতে গতিশীলতা বিরাজ করছে এবং প্রবৃদ্ধির হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে বেশ কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি বেসরকারিকরণ করা হয়। এতে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়, যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। ২০১৮ সালে মাথাপিছু আয় বেড়ে ১৭৫২ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। তাছাড়া বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'